# আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর নেকীর দাওয়াতের ঘটনাবলী

**19-December-2019**

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

**(Bangla)**

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ فَصَلُّوْا عَلَيَّ مَعَهُمْ فَاِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنَ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ যখন তোমরা নবীদের (عَلَيْهِمُ السَّلَام) প্রতি দরূদ পড়ো তখন আমার প্রতিও পড়ো, নিশ্চয় আমি সমস্ত জগতের **প্রতিপালকের** রাসূল।

**(জমউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ূতী, ১/৩২০, হাদীস ২৩৫৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

**গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টঃ**

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✯ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা **"আম্বিয়ায়ে কিরামের নেকীর দাওয়াতের ঘটনাবলী"** সম্পর্কে শ্রবণ করবো। আসুন! সর্বপ্রথম **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর নেকীর দাওয়াত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

## সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এবং নেকীর দাওয়াত

হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام প্রথমসারীর রাসূলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কোরআনে পাকে তাঁর তাবলীগের ঘটনাবলীকে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চল্লিশ (৪০) বা পঞ্চাশ (৫০) বছর বয়সে তিনি নবুয়ত ঘোষনা করেন। (সীরাতুল জিনান, ৩/৩৪৭) নয়শ পঞ্চাশ (৯৫০) বছর পর্যন্ত নিজের জাতিকে (নেকীর) দাওয়াত দিতে থাকেন। (সীরাতুল জিনান, ৩/৪২৫) তিনি তাঁর জাতির লোকদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, তাদের তাকওয়া অবলম্বন করার এবং শুধুমাত্র আসল মাবুদ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করার আদেশ দেন। (২৯তম পারা, নূহ, ২ ও ৩ নং আয়াত) তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপন জাতির মাঝে তাবলীগ করতে থাকেন। (২০তম পারা, আনকাবুত, ১৪ নং আয়াত) এবং তাবলীগের জন্য তিনি সর্বপ্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করে কিন্তু শুধুমাত্র কয়েকজন সৌভাগ্যবান তাঁর প্রতি ঈমান আনে। অধিকাংশ মানুষই সত্য শুনা ও মানার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। (১২তম পারা, হুদ, ৪০ নং আয়াত) উল্টো সেই দূর্ভাগারা বিভিন্ন ভাবে তাঁকে অপমান করতো এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো। এমনকি

কয়েকবারই সেই অত্যাচারীরা তাঁকে এমনভাবে প্রহার করে যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যান, লোকেরা তাঁকে মৃত মনে করে তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে বাড়িতে ফেলে গেলো। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে আসলো তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে আবারো দ্বীনের তাবলীগ করতে থাকেন। অনুরূপভাবে কয়েকবারই তাঁর গলা টিপে দেয়া হয়েছিলো, এমনকি তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন, কিন্তু এই কষ্ট ও বিপদেও তিনি এটাই দোয়া করতেন: হে আমার **দয়ালু রব**! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও এবং হেদায়ত দান করো, কেননা তারা আমাকে চিনে না, যখন নয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং জাতি তাদের মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত হচ্ছিলো না তখন হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র দরবারে নিজের চেষ্টা এবং জাতির গোয়ার্তুমি সম্পর্কে আরয করলেন আর অবাধ্যদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার দোয়া করলেন। **আল্লাহ পাক** সেই জাতির অবাধ্যদের উপর তুফান (Storm) এর আযাব পাঠিয়ে দিলেন এবং তারা ডুবে ধ্বংস হয়ে গেলো। **(আজায়িবুল কোরআন, ৩১১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام তাবলীগ করার সময় কতইনা কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু তবুও নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়েননি। এটাই সত্য যে, নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীদের অনেক কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু যখন মানুষ এই পথে অটল ও ধৈর্য্য সহকারে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সম্পাদন করে তখন **আল্লাহ পাক** অদৃশ্য থেকে তার সফলতার উপায় সৃষ্টি করে দেন। তিনি অন্তরকে পরিবর্তনকারী এবং হেদায়ত দানকারী, তিনি এক মুহূর্তেই মানুষের অন্তকে পরিবর্তন করে দেন এবং তাদের অন্তরে হেদায়তের নূর সৃষ্টি করে দেন। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামই عَلَيْهِمُ السَّلَام আপন আপন জাতিকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করেন, তাদেরকে **দয়ালু আল্লাহ**র এক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত করতেন এবং **আল্লাহ পাকে**র ইবাদতের প্রতি আহ্বান করতেন, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক তাঁদের উপর ঈমান আনয়ন করতেন এবং অধিকাংশই

তাঁদের দাওয়াত গ্রহন করতে অস্বীকার জানাতো, কিন্তু এই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামরাও আপন চেষ্টা অব্যাহত রেখে এই দায়িত্ব পালন করাতে কার্পণ্য করতেন না। কোরআনে পাকে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর তাবলীগের ঘনাবলীও বর্ণিত হয়েছে। আসুন! এবার তাঁর নেকীর দাওয়াতের ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

## হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নেকীর দাওয়াত

যখন ফেরাউন مَعَاذَ الله নিজেকে খোদা দাবি করলো তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেন। (১৫তম পারা, ত্বহা, আয়াত ৪৪) হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে ফেরাউনের প্রাসাদে পৌঁছলেন, সেখানে সে তার জাতির কিছু সর্দারের সাথে উপস্থিত ছিলো। (খাযিন, ৩/৩৮৫) হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আমি তোমার নিকট এই বার্তা নিয়ে এসেছি। (খাযিন, ২/১২৪) ফেরাউন বললো: আমি তো নিজেই খোদা এবং এটাও মনে রেখো! যদি তুমি অস্বীকার করো তবে আমি তোমাকে বন্দী করবো। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ২৯) যখন ফেরাউন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কথা মানতে অস্বীকার করলো এবং তাঁকে বন্দী করার ধমকি দিলো তখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ফেরাউনকে বললেন: আমাকে আমার **দয়ালু রব** মুজিযা দান করেছেন। ফেরাউন বললো: আমাকেও দেখাও সেই মুজিযা কিরূপ? হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন তখন তা অনেক বড় অজগর হয়ে গেলো এবং যখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এই অজগরকে ধরলেন তখন তা আবারো লাঠি হয়ে গেলো। ফেরাউন কললো: আরো কি কিছু এনেছেন? তখন তিনি তাঁর হাত কলালের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন যখন বের করলেন তখন তার হাত সূর্যের ন্যায় জ্বলতে লাগলো। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ২৯-৩৩)

হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام যখন তাঁর মুজিযা দেখালেন তখন ফেরাউন সর্দারদের বললো: এ তো জাদুকর এবং নিজের জাদুর মাধ্যমে তোমাদের থেকে তোমাদের মালিককে ছিনিয়ে নিতে চায়, পরামর্শ দাও যে, এখন কি করবো? (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ৩৪-৩৫) সর্দাররা তাকে বিভিন্ন শহর থেকে জাদুকর ডাকার পরামর্শ দিলো। যখন সমস্ত জাদুকর এসে গেলো তখন সর্বসাধারণের মাঝে মেলার ঘোষনা

করে দেয়া হলো এবং ঘোষনা করে দেয়া হলো যে, সবাই মেলার দিন জমা হবে। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ৩৬-৩৯) মেলার দিন যখন সবাই এক স্থানে একত্র হয়ে গেলো এবং প্রতিযোগিতা হলো তখন জাদুকররা হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে নিজেদের রশি এবং কাঠের টুকরো ফেলে দিলো, তারা তাদের জাদুর এমন জবরদস্ত প্রদর্শনী করলো যে, দর্শকরা চারিদিকে শুধু সাপই দেখতে পেলো। (খাযিন, ২/১২৭) হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নিজের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন তখন তা অনেক বড় অজগর হয়ে গেলো। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ৩২) এবং সকল সাপ খেয়ে ফেললো। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ৪৫) জাদুকররা এই দৃশ্য দেখে সাথেসাথেই সিজদায় পড়ে গেলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয় করলো। কেননা তারা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, এটা জাদু নয় বরং মুজিযা। (খাযিন, ২/১২৭) কিন্তু ফেরাউনি লোকেরা অত্যাচার ও নীপিড়ন এবং নিজেদের অবাধ্যতা ও কুফরের উপর অটল রইলো। (খাযিন, ২/৩০-৩২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে রাসূল!** আপনারা শুনলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَامও সমস্ত কিছু ও ধামকিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সত্য ঊীনের দাওয়াত দেন, তিনি অটলতার সহিত নেকীর দাওয়াত এবং দ্বীনের তাবলীগের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে থাকেন। তাঁর এই আমল আমাদের জন্যও একটি অনন্য উদাহরণ, আমরাও যেনো আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام এই উদ্দেশ্যকে নিজের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য মনে করি। মনে রাখবেন! জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পরীক্ষা আসতে থাকবে, **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাদেরকে রোগ দিয়ে পরীক্ষা করেন, কখনো কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, কখনো বিভিন্ন বিপদ ঘিরে রাখে, কখনো নতুন নতুন ফিতনা সম্ভাষন জানায়। এটা তো সাধারন জীবনের অবস্থা আর ঊীনের তাবলীগ তো বিশেষকরে এমন একটি পথ, যার প্রতিটি পর্যায়ে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এতে পরীক্ষা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়, এতেই পরিপক্ক ও অপরিপক্কের পরিচয় হয়, এতেই **আল্লাহ পাকে**র অনুগত ও অবাধ্যের পথ আলাদা হয়ে যায়, এতে সত্যিকার প্রেমের ফাঁকা শ্লোগানধারী এবং বাস্তবেই এর অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যায়, হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি জাতির অধিকাংশই ঈমান না আনা, হযরত

সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে আগুনে নিক্ষেপ করা, নিজের আপন সন্তানকে কুরবানির জন্য উৎসর্গ করে দেয়া, হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হওয়া, তাঁর সন্তান সন্ততি ও সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়া, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মিসর ও মাদায়িনের দিকে হিজরত করা, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে কষ্ট দেয়া এবং অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে শহীদ করে দেয়া, এসবই পরীক্ষা এবং ধৈর্য্যের উদাহরণ আর এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের পরীক্ষা এবং ধৈর্য্য সকল মুসলমানের জন্য আদর্শ (Model) স্বরূপ। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে, যখনই তার কোন বিপদ আসে, কোন কষ্টে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তার উচিৎ যে, কখনোই অধৈর্য না হওয়া, মানুষের সামনে তার কষ্টের কথা না বা বরং **আল্লাহ পাকে**র উপর ভরসা রাখা এবং **আল্লাহ পাকে**র এই নেক ও মকবুল বান্দাগণ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মুবারক জীবন থেকে বিপদ ও কষ্টের উপর ধৈর্য্য ও সন্তুষ্টির ঘটনাবলী অবলোকন করে ধৈর্যের আঁচল ধরে রাখা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** মনে রাখবেন! বিপদে অভিযোগ অনুযোগ করাতে বিপদ দূর হয়ে যায় না বরং অধৈর্য হওয়াতে ধৈর্য ধারণে অর্জিত সাওয়াবও নষ্ট হয়ে যায়। হাদীসে পাকে তো বিপদকে গোপন করাতে মাগফিরাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

## বিপদাপদ গোপন করার ফযিলত

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার সম্পদ বা প্রাণের উপর বিপদ আসলো অতঃপর সে তা গোপন করলো এবং মানুষের নিকট এর অভিযোগ করলো না তবে **আল্লাহ পাকে**র দায়িত্ব যে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া। (মু'জামু আওসাত, ১/২১৪, হাদীস নং-৭৩৭)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এটা তো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নদের শান যে, (তাঁরা) কষ্টকেও এমন ভাবে সম্ভাষন জানাতেন, যেমনিভাবে প্রশান্তি ও আনন্দকে সম্ভাষন জানাতেন, কিন্তু আমরা কমপক্ষে এটা তো করি যে, (যখন বিপদ বা কষ্ট এসে যায় তখন) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

অবলম্বন করি এবং কান্নাকাটি করে আগত সাওয়াবকে হাতছাড়া হতে না দিই। এতটুকু তো সকলেই জানে যে, অধৈর্য হওয়াতে আগত বিপদ চলে যায় না, অতঃপর এত বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া আরো একটি বিপদ।

**(বাহারে শরীয়ত, কিতাবুল জানায়িয, অসুস্থতার বর্ণনা, ১/৭৯৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নেকীর দাওয়াত

কোরআনে পাকে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর সমএর্ক রয়েছে যে, তিনি **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করেছিলেন যে, তাকে এমন সম্রাজ্য দান করা হোক, যা অন্য কারো অর্জিত হয়নি। (২৩তম পারা, ছদ, আয়াত ৫৩) এমন অতুলনীয় সম্রাজ্যের দোয়া করার উদ্দেশ্য ছিলো যে, সেই সম্রাজ্যও যেনো তাঁর মুজিযা হয়। (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৪৩ পৃষ্ঠা) তাঁর এই দোয়া কবুল হলো, তাঁকে তের বছর বয়সে সম্রাজ্য দান করা হলো এবং চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি শাসন করেন। (খাযিন, ৩/৪০৪, ৪১৪) জ্বিন, মানব, পাখি এবং পশু সবাই তাঁর অধীন ছিলো এবং তিনি সকলেরই ভাষা জানতেন। (খাযিন, ৩/৪০৪) তাঁর বাহিনীতে জ্বিন এবং পশুর ন্যায় পাখিদেরও একটি লাইন থাকতো। একবার তিনি মক্কা শরীফ থেকে ফিরার সময় ইয়েমেনের এলাকা **"সানআ"** পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেলেন। পাখিদের সারিতে থাকা **"হুদহুদ"** এই সময়কে গণিমত মনে করলো এবং ঘুরতে বেরিয়ে গেলো। সে উড়তে উড়তে সাবা সম্রাজ্যের রানী **"বিলকিস"** এর বাগানে পৌঁছে গেলো। সেখানে সে আরো একটি হুদহুদ দেখতে পেলো। সেই হুদহুদ তাকে রানী বিলকিসের সম্রাজ্য, বাহিনী এবং সিংহাসনের ব্যাপারে বললো এবং বিলকিসের সম্রাজ্যও ঘুরে দেখালো, তাই তার অনেক দেরী হয়ে গেলো। (মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৫৩) হুদহুদের দায়িত্ব ছিলো যে, যেভানেই হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام অবস্থান করতেন সেখানে সে পানির সন্ধান করতো। কেননা সে পানি কাছে বা দূরে হওয়া সম্পর্কে জানতো, যেখানে সে পানি দেখতো সেখানে সে নিজের ঠোঁট দ্বারা খুঁড়তে শুরু করতো, অথঃপর জ্বিনেরা আসতো এবং সেই জায়গা খুঁড়ে পানি বের করে নিতো।

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام যখন এই স্থানে নামলেন তখন তাঁর পানির প্রয়োজন হলো। বাহিনীরা পানির সন্ধান করলো কিন্তু তারা পেলো না। হুদহুদকে ডাকা হলো যেনো সে পানি সম্পর্কে জানায়, কিন্তু হুদহুদ ছিলো না। (মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৫৩) যখন হুদহুদ হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ফিরে এলো তখন তিনি তার দেরী হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন, সে খুবই আদব সহকারে আরয করলো: আমি সাবা রাজ্যের সংবাদ নিয়ে এসেছি, সেই রাজ্যে একজন মহিলা শাসন করছে, তার নিকট এমন সব জিনিষ রয়েছে, যা বাদশাহের উপযুক্ত এবং তার নিকট খুবই অলিশান বড় একটি সিংহাসনও রয়েছে। সেই মহিলা এবং তার জাতি শয়তানের ধোঁকার কারণে **আল্লাহ পাক**কে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে, অথচ **আল্লাহ পাক** ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। (মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৫৪) যখন হুদহুদ তার পুরো কথা শুনিয়ে দিলো তখন হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি (তোমার পরীক্ষা নিয়ে) দেখছি যে, তুমি সত্য বলছো নাকি মিথ্যা। অতঃপর তিনি হুদহুদকে একটি চিঠি দিলেন এবং বললেন: আমার এই চিঠি নিয়ে যাও এবং তার উপর নিক্ষেপ করো। অতঃপর দূরে সরে গিয়ে দেখবে যে, সে কি উত্তর দেয়। একদিন যখন রানী বিলকিস উজির এবং দরবারীদের সাথে বসে ছিলো, তখন হুদহুদ এলো এবং সে চিঠিটি রানীর উপর নিক্ষেপ করলো। রানী চিঠিটি উঠিয়ে নিলো এবং এর উপর লাগানো মোহর দেখে উজিরকে বললো: আমার নিকট একজন অনেক বড় বাদশাহের চিঠি এসেছে। অতঃপর সে চিঠিটি পড়ে শুনালো, এই চিঠির বিষয়বস্তু কোরআনে পাকেও বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি **১৯**তম পারা সূরা নামলের ৩০ ও **৩১** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّهٗ مِنْ سُلَیْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۳۰﴾ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَیَّ وَ اْتُوْنِیْ مُسْلِمِیْنَ ﴿۳۱﴾

(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ৩০,৩১)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় তা সুলায়মান এর নিকট থেকে এবং নিশ্চয় তা **আল্লাহ**র নাম সহকারে, **যিনি** পরম দয়ালু, করুণাময়; এ যে, **আমার** উপর শ্রেষ্ঠত্ব চেয়ো না এবং আত্মসমর্পণ করে **আমার** নিকট হাযির হও।

অতঃপর রানী তার উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করলো, সিদ্ধান্ত হলো যে, প্রথমে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট উপহার সামগ্রী পাঠানো

হবে। এতেই জানা যাবে যে, তিনি বাদশাহ নাকি নবী, যদি তিনি শুধুমাত্র বাদশাহ হন তবে উপহার সামগ্রী গ্রহন করে নিবেন, যদি নবী হন তবে গ্রহন করবেন না বরং তিনি শুধুমাত্র এতেই সন্তুষ্ট থাকবেন যে, আমরা তাঁর দ্বীনের অনুসরন করছি। সুতরাং এমনি হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام সমস্ত উপহার ফিরিয়ে দিলেন এবং প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে দিলেন। প্রতিনিধি ফিরে এসে রানী বিলকিসকে যখন বললো তখন সে নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام শুধু বাদশাহই নন বরং **আল্লাহ পাকে**র নবীও। অতঃপর সে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি বাহিনী নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলো। যখন সে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারের নিকট পৌঁছলো তখন তিনি তাঁর দরবারিদের মধ্য থেকে একজন উজির হযরত আসিফ বিন বারখিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে দিয়ে চোখের পলকেই তার সিংহাসন আনালেন। **(মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৫৯, ৩৬০)** এবং তিনি খাদিমদের আদেশ দিলেন যে, রানীর সিংহাসনের আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হোক, যাতে আমরা দেখবো যে, সে তার সিংহাসন চিনতে পারে কিনা। যখন রানী বিলকিস হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে এলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তোমার সিংহাসন কি এরূপ? সে উত্তর দিলো: মনে হয় এটাতো সেটাই। তাকে বলা হলো: এটা তোমারই সিংহাসন। অতঃপর তাকে বলা হলো: উঠোনে আসুন, সেই উঠোন একেবারে স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা নির্মিত, এর নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত ছিলো, যাতে মাছ সাঁতার কাটছিলো এবং এই উঠোনের মধ্যখানে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রানী যখন এই উঠোন দেখলো তখন সে মনে করলো যে, পানি বয়ে যাচ্ছে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাকে বললেন: এটা পানি নয়! এটাতো কাঁচ দ্বারা নির্মিত একটি উঠোন। একথা শুনে রানী বিলকিস আশ্চার্য হয়ে গেলো এবং সে নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর রাজ্য এবং রাজত্ব **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকেই, যখন হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তিনি **আল্লাহ পাকে**র একত্ববাদকে স্বীকার করে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন এবং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত করা শুরু করে দিলেন।

**(মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৬০,৩৬১)**

## নেকীর দাওয়াতে কৌশল অবলম্বনের গুরুত্ব

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে সাবা রাজ্যের অমুসলিম রানী বিলকিসের নিকট দ্বীনের বার্তা পৌঁছালেন। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর নেকীর দাওয়াতের প্রভাব ছিলো, যা রানী বিলকিসের অন্তরের কায়াই পরিবর্তন করে দিলো এবং ঈমানের দৌলত নসীব হয়ে গেলো। এই ঘটনা দ্বারা এই বিষয়টি জানা যায় যে, নেকীর দাওয়াত দেয়াতে সর্বদা কৌশল এবং চাতুর্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ, অনেক সময় কৌশলের মাদানী মানসিকতা অনেক বড় বড় প্রতিবন্ধকতা থেকে বাচিঁয়ে নেয়। এই জন্য সুযোগ বুঝে কৌশল এবং অনন্য চাতুর্যতা দ্বারা কাজ করা উচিৎ। স্বয়ং কোরআনে পাকে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

১৪তম পারা সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ (পারা ১২, সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** (আপনি) আপন রবের পথের দিকে আহ্বান করুন পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে ঐ পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয়।

**তাফসীরে সীরাতুল জিনানে** এই আয়াতে করীমার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: এই আয়াতে তিনটি পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে: (১) কৌশল সহকারে। এর দ্বারা স্পষ্ট দলীল হলো, যা সত্যকে স্পষ্ট এবং কুমন্ত্রণাকে শেষ করে দেয়। (২) সদুপদেশ সহকারে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা অর্থাৎ কোন কাজ করার উৎসাহ প্রদান করা এবং কোন কাজ করার প্রতি ভীত করা। (৩) সর্বোত্তম পদ্ধতিতে কথা বলার মাধ্যমে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে তাঁর আয়াত এবং দলীলাদি দ্বারা ডাকা। (সীরাতুল জিনান, ৫/৪০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি আমরা কোরআনে করীমে বর্ণিত এই তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা শুরু করে দিই, তবে আমাদের

প্রদত্ত নেকীর দাওয়াতে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। আসুন! কৌশল এবং নম্র কথাবার্তাপূর্ণ নেকীর দাওয়াত প্রদান করার একটি আশ্চার্য জনক ঘটনা শ্রবণ করি।

## মিষ্ট ভাষার বরকত

খোরাসানের এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন তাতার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে। ঐ সময় তাতার সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন হালাকু খানের ছেলে তগোদার খান। সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফর করে তাগোদার খানের কাছে পৌঁছেন। সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী শ্মশ্রুমন্ডিত দাঁড়ি বিশিষ্ট মুসলমান মুবাল্লিগকে দেখে তগোদার খান তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তামাশাচ্ছলে বলল, 'মিঞা! এটা বলোতো দেখি তোমার দাড়ি উত্তম, না আমার কুকুরের লেজ উত্তম? কথাটি যদিও রাগান্বিত করার জন্য ছিল, কিন্তু সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মুবাল্লিগ। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এরশাদ করলেন, "আমিও আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহ**র কুকুর। যদি আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে আমি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হই তাহলে আমি উত্তম। অন্যথায় আপনার কুকুরের লেজই আমার চেয়ে উত্তম। যদিও সে আপনার প্রতি অনুগত বিশ্বস্ত। এজন্যই যে সে একজন আমলদার মুবাল্লিগ ছিলেন, গীবত, চুগলখোরী, অপরের সমালোচনা, নিন্দা গালিগালাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে দূরে ছিলেন এবং আপন জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে মশগুল রাখতেন। সুতরাং তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুখ থেকে নির্গত মধুর কথা শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্যভেদী তীর হয়ে তগোদারের অন্তরে বিদ্ধ হয়। যখন তগোদার তার কটাক্ষমূলক কথার উত্তরে সে আমলদার মুবাল্লিগের পক্ষ থেকে সুগন্ধময় মাদানী ফুল উপহার পেলেন, তখন তার অন্তর একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তাগোদার খাঁন অত্যন্ত নম্র ভাষায় সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: আপনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার মেহমান। আমার এখানেই আপনি অবস্থান করবেন। এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার কাছেই অবস্থান করতে লাগলেন। তগোদার খাঁন প্রতিদিন রাতে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তগোদারকে অত্যন্ত স্নেহ মমতার সাথে নেকীর দাওয়াত দিতে থাকেন।

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তগোদার খাঁনের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হলো। তার অন্তর সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে তাগোদার খাঁন গতকালও ইসলামের অস্তিত্বকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তৎপর ছিলেন। তিনি আজ ইসলামের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। সে আমলদার মুবাল্লিগের হাতে **তাগোদার খান তাঁর সমস্ত তাতার সম্প্রদায়সহ মুসলমান হয়ে গেলো এবং ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আহমদ।**

**(গীবত কে তাবাকারিয়াঁ, ১৫৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে আউলিয়া!** ভাবুন তো! যদি তগোদারের কড়া কথায় সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ক্ষুদ্ধ হয়ে যেতেন, তবে কখনোই এই মাদানী প্রতিফলের আশা করা যেতো না। সুতরাং যে যতই কটাক্ষ করুক না কেন, আমাদের নিজের মুখকে সংযত রাখা উচিৎ, কেননা জিহ্বা যখন অসংযত হয়ে যায়, তখন অনেক সময় ভাল কাজও নষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনা থেকে একটি মাদানী ফুল এটাও অর্জিত হলো যে, নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক সময় অনুপযুক্ত ভাষা, কড়া বাক্য এবং নেকীর দাওয়াত গ্রহন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিদের মুখোমুখি হতে হয়। এমতাবস্থায়ও অধৈর্য হওয়া উচিৎ নয়, অন্তরকে প্রশস্ত রাখা উচিৎ, হিম্মত ও সাহস সঞ্চার করা উচিৎ এবং এই মহান কাজের গুরুত্বকে অনুধাবন করে একনিষ্টতার সহিত নেখীর দাওয়াত প্রদান করাতেই মনযোগী হওয়া উচিৎ। মনে রাখবেন! নেকীর দাওয়াত দেয়া এরূপ উত্তম কাজ, যাতে বিফল তো হবেই না। কেননা ভাল নিয়্যতে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী আখিরাতে সাওয়াবের অধিকারী তো হয়েই যায়।

## মুবাল্লিগের কেমন হওয়া উচিৎ?

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃতি করেন: কোন এক বুযুর্গ তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: **"নেকীর দাওয়াত"** প্রদানকারীর উচিৎ যে, তারা নিজেকে ধৈর্যের প্রতিবিম্ব বানানো এবং **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নেকীর দাওয়াত প্রদানে অর্জিত হওয়া সাওয়াবের প্রতি

বিশ্বাস রাখা। যার সাওয়াবের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, তার এই মুবারক কাজে কষ্ট অনুভূত হয়না। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৪১০) মানুষের পক্ষ থেকে কষ্ট দেয়ার কারণে নেকীর দাওয়াত দেয়া বন্ধ করা উচিৎ নয়, কেননা হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কষ্ট সহ্য করার পরও সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দ্বীনের তাবলীগ করেছেন। দ্বীনের তাবলীগের জন্য সাহস ও হিম্মতের প্রয়োজন হয়ে থাকে, ভীতু মানুষ দ্বীনের তাবলীগের হক আদায় করতে পারে না। (সীরাতুল জিনান, ৪/৩৫৮) নেকীর দাওয়াত দেয়ার ব্যাপার হোক বা খারাপ কাজ থেকে বারণ করা, সর্বাবস্থায় নম্রতা, নম্রতা এবং নম্রতার প্রতিই দৃষ্টি রাখা উচিৎ, কেননা নম্রতার যে উপকারীতা রয়েছে তা কঠোরতায় কখনোই অর্জন হতে পারে না। অনুরূপভাবে এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, মুবাল্লিগকে সব জায়গাতেই মুবাল্লিগ হওয়া উচিৎ, তাকে সর্বদা, সর্বস্থানে নিজের ব্যবহারকে সুন্নাতে ভরা রাখা উচিৎ। সে মহল্লায় হোক বা বাজারে, জানাযায় হোক বা বিয়ের বরযাত্রীর সাথে, ফার্মেসীতে হোক বা হাসপাতালে, বাগানে হোক বা কোন মৃতকে দাফন করার জন্য কবরস্থানে, মোটকথা সব জায়গায় তাকে সুন্নাতের প্রতিবিম্ব হয়ে থাকা উচিৎ এবং সময় ও সুযোগ অনুযায়ী নেকীর দাওয়াত দেয়াতে লজ্জাবোধ করা উচিৎ নয়। একজন মুবাল্লিগকে যেসকল গুণের অধিকারী হতে হবে, আসুন! তার মধ্য থেকে ৯টি গুণ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

## মুবাল্লিগের গুণাবলী

(১) মুবাল্লিগ ইসলামের রুকন অর্থাৎ নামায, রোযা ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে আদায় কারী এবং সুন্নাতের রাসূলের উপর আমলকারী হবে, কেননা জ্ঞানের অলঙ্কারের সহিত আমলের শক্তি নেকীর দাওয়াতকে আরো বেশি প্রভাবিত এবং উপকারী বানিয়ে দেয়। (২) নেকীর দাওয়াত দেয়ার সময় শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিরই নিয়্যতে একনিষ্ঠ থাকবে, এই মহান কাজের বিনিময়ে কোন দুনিয়াবী সম্পদ ও পদ বা প্রসিদ্ধি ও সম্মানের প্রত্যাশা না করা, বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ** পাতের দরবারে সাওয়াবের প্রত্যাশি হওয়া এবং মহান **মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** একে পাওয়ার সত্যিকার প্রেরণার অধিকারী হওয়া। (৩) মুবাল্লিগ তার জ্ঞানের আধিক্য, ভাষার পান্ডিত্য,

যোগ্যতা ও উপযুক্ততার প্রতি নয় বরং **আল্লাহ পাকে**র উপর ভরসাকারী হওয়া, কেননা এটাই সরল পথের দিকে নির্দেশনাকারী। (৪) মুবাল্লিগ উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং নম্র স্বভাবের হওয়া। (৫) মুবাল্লিগের কখনো **আল্লাহ**র পথে কোন বিপদ আসলে, কোন কড়াভাষী ব্যক্তির সম্মুখিন হলে তবে ধৈর্যধারনকারী হওয়া। (৬) মুবাল্লিগের জন্য আবশ্যক যে, অবস্থা অবলোকন করে সময়োপযোগী কথা বলা। (৭) মুবাল্লিগের নিজ থেকে কোন বিতর্কে জড়ানো উচিৎ নয়, কেননা বিতর্ককারীকে বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন কোন সুন্নী আলিম সাহেবের নিকট যাওয়ার পরামর্শ দেয়া উচিৎ। (৮) মুবাল্লিগ যেখানেই কোন খারাপ কাজ দেখবে নিজের সক্ষমতা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী নেকীর দাওয়াত প্রদান এবং খারাপ কাজ থেকে বারণ করার চেষ্টা অবশ্যই করবে। (৯) মুবাল্লিগের উচিৎ যে, সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র দয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং হতাশাকে নিকটেও আসতে না দেয়া।

**(সরকার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কা আন্দাজে তাবলিগে দ্বীন, ২০-২৪ পৃষ্ঠা)**

## ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "ছুটির দিনের ইতিকাফ"

**হে আশিকানে রাসূল!** এই গুনাবলী সমূহ ছাড়াও মুবাল্লিগের জন্য এটাও আবশ্যক যে, তারা যেনো যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অধিকহারে ব্যস্ত থাকে, কেননা যে মুবাল্লিগ যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে পোক্ত হবে, তার এলাকায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজে মদীনা পাকের ১২টি চাঁদ লেগে যায়, সুতরাং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের উচিৎ যে, যদি তারা তাদের এলাকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ বাড়াতে চায় তবে তারা যেনো এলাকায় যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজকে শক্তিশালী করার চেষ্টা দ্রুতগামি করে দেয়। মনে রাখবেন! ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি কাজ হলো "**ছুটির দিনের ইতিকাফ**"। ছুটির দিন শহরের বিভিন্ন এলাকা এবং পাশ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে সেখানকার মসজিদকে আবাদ করার পাশাপাশি স্থানিয় আশিকানে রাসূলকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে ইলমে দ্বীন শিখা ও শেখানোর উৎসাহ প্রদান করা হয়। ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ছুটির দিনের ইতিকাফে** ইসলামী ভাইদের সুন্নাত ও আদব এবং মাদানী দরস ইত্যাদি শেখানোর অত্যন্ত উপকারী একটি মাধ্যম। ✯ **ছুটির**

**দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদ আবাদ হয়। ✯ **ছুটির দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদে অতিবাহিত করা প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। ✯ **ছুটির দিনের ইতিকাফে**র বরকতে মসজিদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং তাতে অত্যধিক সময় অতিবাহিত করার ফযীলত অর্জিত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নিজের অধিকতর সময় মসজিদের অতিবাহিত করার অনেক ফযীলত রয়েছে যে,

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখো যে, সে মসজিদে অধিকহারে আসা যাওয়া করছে, তবে তার ঈমানের সাক্ষ্য দাও, কেননা **আল্লাহ পাক** ১০ম পারার সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا یَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ১৮)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** **আল্লাহ**র মসজিদসমূহের তারাই আবাদ করে, যারা **আল্লাহ** ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে।

**(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা'জা ফি হুরমাতুস সালাত, ৪/২৮০, হাদীস নং-২৬২৬)**

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি।

## আমি ঘুড়ি উড়ানোর আগ্রহী ছিলাম!

বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের অতীত জীবন গুনাহে অতিবাহিত হচ্ছিলো, ঘুড়ি উড়ানোর নেশায় মত্ত ছিলো, ভিডিও গেমস ও মার্বেল খেলা ইত্যাদি তার ব্যস্ততায় অর্ন্তভূক্ত ছিলো। প্রত্যেকের কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা, মানুষের সাথে ঝগড়া করা, কথায় কথায় মারামারি করা ইত্যাদি মন্দ কাজে সে গ্রেফতার ছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশে সে রমযানুল মুবারকের শেষ ১০দিন তার এলাকার মসজিদে ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। যেখানে সে অনেক ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে লাগলো এবং খুবই প্রশান্তি অনুভব করলো। এরপর সে আরো দুই বছর ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করলো। একবার তাদের মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে গেলো।

একজন মুবাল্লিগ সুন্নাতে ভরা বয়ান করছিলো, যে সাদা পোশাক ও খয়েরী চাদরে আবৃত, মুখে এক মুষ্ঠি দাঁড়ি আর মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানো ছিলো। এমন উজ্জ্বল চেহারা সে জীবনে প্রথমবারই দেখলো। মুবাল্লিগের চেহারার আকর্ষণ ও উজ্জলতা তার হৃদয় কেড়ে নিলো আর সে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে এক মুষ্ঠি দাঁড়িও সাজিয়ে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে রাসূল!** নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বারণ করা, এটা ঐ মৌলিক উদ্দেশ্য, যার জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এই ধরায় তাশরীফ নিয়ে আসেন, কোরআনে পাকের সূরা আম্বিয়ায় হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত ইব্রাহিম, হযরত লুত, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত নূহ, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত আইয়ুব, হযরত ইসমাইল, হযরত ইদ্রীস, হযরত যুলকিফল, হযরত ইউনুস, হযরত যাকারিয়া, হযরত ইয়াহইয়া এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই সকল ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর এটাই উদ্দেশ্য ছিলো যে, তাঁরা মানুষকে **আল্লাহ পাকে**র ইবাদতের দাওয়াত দিবে। (সীরাতুল জিনান, ৬/২৭৭) এবং সকল নবীদের সর্দার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও নেকীর দাওয়াত দিতে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার মহান দায়িত্ব নিয়ে এই দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে আসেন। আজ যেখানেই দ্বীন ইসলামের উজ্জল আলোয় আলোকিত হচ্ছে, তা সবই আমাদের **আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদত্ত নেকীর দাওয়াতের সদকায়। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই দিনরাতের পরিশ্রম এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় দ্বীনের পতাকা চারিদিকে উড়ছে। আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি।

## তায়েফে নেকীর দাওয়াত

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য **"তায়েফ"** সফর করেন তখন হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন হারেশা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُও **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলেন। তায়েফে বড়

বড় ধনী লোকে থাকতো। তাদের মধ্যে **"আমর"** এর বংশ সেখানকার সমস্ত গোত্রের সর্দার মনে করা হতো। তারা ছিলো তিন ভাই। (১) ইবনে আব্দে ইয়ালিল (২) মাসউদ এবং (৩) হাবীব। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই তিনজনের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা তিনজন ইসলাম কবুল করলো না বরং খুবই জঘন্য ও অশ্রাধ্য উত্তর দিলো। সেই দূর্ভাগারা এতেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তায়েফের খারাপ লোকদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে খারাপ ব্যবহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলো। সুতরাং সেই খারাপ লোকেরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি চারিদিক থেকে আক্রমন করলো এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো, এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আঘাতে জর্জড়িত হয়ে গেলো। পাদুকা মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঘাতে জর্জড়িত হয়ে বসে যেতো তখন এই অত্যাচারীরা খুবই নির্মমভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহু ধরে উঠিয়ে দিতো আর যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাটতো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর পাথর বর্ষন করতো, বিদ্রুপ ও গালি দিতো, তালি বাজাতো আর ঠাট্টা করতো।

হযরত যায়িদ বিন হারেশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দৌড়ে দৌড়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে উড়ে আসা পাথরগুলো নিজের শরীর দ্বারা আটকাতো এবং **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বাঁচাতো, এক পর্যায়ে তিনিও রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলেন এবং আঘাতে জর্জড়িত হয়ে লুটিয়ে পরলেন। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গরের একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহন করলেন। **(মাওয়াহিবু লিদুনিয়া, ১/১৩৬,১৩৭)**

## উহুদের যুদ্ধ থেকেও কঠিন দিন

এই সফরের দীর্ঘদিন পর একবার উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর কি উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়েও বেশি কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হয়েছে? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যা। হে আয়েশা! সেই দিনটি আমার জন্য উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়েও বেশি কঠিন ছিলো, যখন আমি তায়েফে সেখানকার একজন সর্দার **"ইবনে আব্দে**

**ইয়ালিল"**কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম। সে ইসলামের দাওয়াতে ফিরিয়ে দিলো এবং তায়েফবাসীরা আমার উপর পাথর বর্ষন করলো। আমি দুঃখ ও কষ্টে মাথা নত করে হাঁটতে লাগলাম, এক পর্যায়ে **"কারনুশ শায়ালিব"** নামক স্থানে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছে আমি মাথা উঠালাম তখন দেখলাম যে, মেঘ আমার উপর ছায়া দিয়ে আছে, সেই মেঘ থেকে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে আওয়াজ দিয়ে বললো: **আল্লাহ পাক** আপনার জাতি এবং বাণী আর তাদের উত্তর শুনেছেন এবং এবার আপনার খেদমতে পাহাড়ের ফিরিশতারা উপস্থিত, যাতে আপনার আদেশ পালন করতে পারে। **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: পাহাড়ের ফিরিশতারা আমাকে সালাম করে আরয করলো: হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! যদি আপনি চান যে, **"আবু কুবাইস ও কুয়াইকিয়ান"** উভয় পাহাড়কে সেই দূর্ভাগাদের উপর উল্টিয়ে দিই তবে আমি উল্টিয়ে দিবো। তা শুনে **দয়ালূ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তর দিলেন: না, বরং আমি আশা করছি যে, **আল্লাহ পাক** তাদের বংশ থেকে নিজের এমন বান্দাকে সৃষ্টি করবেন, যে শুধু **আল্লাহ পাকে**রই ইবাদত করবে এবং শিরক করবে না। **(বুখারী, কিতাবু বদউল খলক, ২/৩৮৬, হাদীস নং-৩২৩১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে আশিকানে রাসূল!** এই ঘটনা থেকে যেমনিভাবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার প্রেরণা প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনিভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহিষ্ণুতাও প্রকাশ পাচ্ছে। দূর্ভাগারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে দিলো, পাথর বর্ষন করলো, রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিলো, ধমকালো, কুরুচিপূর্ণ বাক্য বললো, হত্যা করার চক্রান্ত করলো, কিন্তু **জগতের আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই কোন প্রতিশোধ মুলক ব্যবস্থা গ্রহন করেননি, স্বয়ং নিজেও ধৈর্যধারন করলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজের অনুসারীদেরকেও কষ্টে ধৈর্যধারন করার শিক্ষা দিয়েছেন।

**রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার কোন বিপদ আসে, তার উচিৎ যে, সে নিজের বিপদের তুলনায় আমার বিপদের কথা স্মরন করা, নিশ্চয় তা সকল বিপদ থেকে অত্যধিক। **(জামেয়ে কবীর, ৭/৯৮, হাদীস নং-২১৩৪৬)**

**হে আশিকানে রাসূল!** মনে রাখবেন! একাকী জীবন হোক বা সম্মিলিত, পারিবারিক হোক বা সামাজিক, ধৈর্য ছাড়া জীবনের পাঠ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। আজ এই বিষয়টি আবশ্যক যে, আমরা যেনো সর্বদা ধৈর্য ধারন করে থাকি, বিপদাপদ, কষ্ট, অযথা বিরোধীতা এবং দুঃখের সম্মুখীন হতে থাকবেন, ধৈর্য এই সকল বিষয়ের অনন্য উত্তর। ধৈর্য্যের নেয়ামত অর্জনের সবচেয়ে অনন্য মাধ্যম হলো উত্তম সহচর্য, কেননা উত্তম সহচর্যে থাকলে মানুষের মাঝে অনেক ভাল দিক জমা হয়ে যায়, যা তার আখিরাতকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

## অর্থ বিষয়ক মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই স্পর্শকাতর যুগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সহচর্য নিঃসন্দেহে অনেক বড় একটি নেয়ামত, সুতরাং সুযোগটি কাজে লাগিয়ে এই আশিকানে রাসূলের সহচর্য থেকে ফয়েয অর্জনের জন্য আসুন! আপনিও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, নিজের সম্পদ ও সময়ের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৮টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগতে সদা ব্যস্ত রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"অর্থ বিষয়ক মজলিশ"**। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জন্য জমা হওয়া ওয়াজিব সদকা যেমন; যাকাত, ফিতরা, উশর এবং নফল সদকা যেমন; মসজিদ ও মাদরাসা, জামেয়া, লঙ্গরে রযবীয়া ও লঙ্গরে গাউসিয়া ইত্যাদি খাতে জমা হওয়া মাদানী তহবিলকে সংরক্ষণ করা, এর হিসাব রাখা এবং তা শরয়ী পন্থায় ব্যয় করার জন্য অর্থ বিষয়ক মজলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী তহবিল সংগ্রহকারী ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের শরয়ী নির্দেশনা দিতে **"চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** এবং **"চাঁদা জমা করনে কি শরয়ী এহতিয়াতেঁ"** নামক রিসালাও প্রকাশ করা হয়েছে। **আল্লাহ পাক "অর্থ বিষয়ক মজলিশ"** এর এই চেষ্টাকে তাঁর দরবারে কবুল করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঁচল আমাদের হাতে, এই স্পর্শকাতর যুগে **আল্লাহ পাক** উম্মতে মুসলিমাকে মহান এক পথ প্রদর্শক দান করেছেন, যাকে সারা **"আমীরে আহলে সুন্নাত"** উপাধী দ্বারা চিনেন, উৎসর্গীত হয়ে যান! তাঁর প্রদত্ত সেই মহান উদ্দেশ্যের উপর যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** اِنْ شَآءَ الله। এই মাদানী উদ্দেশ্যকে যদি গভীরভাবে অনুধাবন করা হয় তবে জানা যাবে যে, নেকীর দাওয়াত প্রসার করার যেনো একটি অনেক বড় মিশন দেয়া হয়েছে, সারা জীবন যদি নেকীর দাওয়াত দেয়া অব্যাহত থাকে তবে সম্ভবত আমরা সম্পূর্ণভাবে এর হক আদায় করতে পারবো না। আজ আমরা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর নেকীর দাওয়াত প্রসার করার মহৎ ঘটনাবলী শুনলাম, এই ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী থেকে আমাদেরও নিজের ভেতর নেকীর দাওয়াত প্রসার করার প্রেরণা সৃষ্টি করা উচিৎ, যদি পূর্বে এই বিষয়ে অলসতা থাকে তবে তা সচলতায় পরিবর্তন করে দেয়া উচিৎ, এখন তো অনেক সহজ, কাউকে নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে কাউকে পাথরের সম্মুখীন হতে হয়নি, বরং এর পরিবর্তে চা পানির দাওয়াত প্রদান করা হয়, উন্নত ও সুস্বাদু খাবারের দাওয়াত প্রদান করা হয়, এতো সহজ এবং সুযোগে তো আমাদের নেকীর দাওয়ার আরো বেশি প্রসার করা উচিৎ।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আশিকানে রাসূলের মসজিদ ভরো সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকুন এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থেকে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার অনেক সুযোগ থাকে, আমাদেরকে দৈনন্দিন কর্মকান্ডে কিছু না কিছু সময় তো এই মহান মাদানী কাজের জন্য অবশ্যই বের করে নেয়া উচিৎ, যার যতটুকু এবং যেভাবে সুযোগ হয়, দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজেকে উপস্থাপন করা উচিৎ আর ১২টি মাদানী কাজের সাড়া জাগানো উচিৎ। কোথাও **"সাদায়ে মদীনা"** এর মাধ্যমে আমরা মসজিদ পূর্ণ করার মাধ্যম হতে পারি, তো কোথাও **"ফজরের পর তাফসীরে কোআনের হালকা"** এর মাধ্যমে কোরআনের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারি, কোথাও **"মাদানী দরস"** এর

মাধ্যমে আশিকানে রাসূলকে ইলমে দ্বীনের আলো পৌঁছাতে পারি, তো কোথাও **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"** এর মাধ্যমে কোরআনের শিক্ষার বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে অপরের নিকট এই বরকত পৌঁছাতে পারি, কোথাও **"সাপ্তাহিক ইজতিমা"** এর মাধ্যমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলামদের ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ করে দিতে পারি, কোথাও **"ছুটির দিনের ইতিকাফ"** এর মাধ্যমে শহর এবং গ্রাম গঞ্জের ঐ সকল এলাকায় নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে পারি যেখানে এখনো মাদানী কাজ শুরুই হয়নি বা শুরু তো হয়েছে কিন্তু আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন, কোথাও **"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"** এর মাধ্যমে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বন্টন করা ইলমে দ্বীনের রত্ন আশিকানে রাসূল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি, কোথাও **"সাপ্তাহিক মাদানী হালকা"** এর মাধ্যমে ঘরে ঘরে সুন্নাতে ভরা বয়ান/ মাদানী মুযাকারা (অডিও, ভিডিও) দেখিয়ে ও শুনিয়ে নেকীর দাওয়াত পৌঁছাতে পারি, কোথাও **"এলাকায়ি দাওরা"** এর মাধ্যমে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে **"মসজিদ ভরো কার্যক্রম"** এর জন্য আশিকানে রাসূল প্রস্তুত করতে পারি, তো কোথাও নেককার হওয়ার উপায় **"মাদানী ইনআমাত"** প্রসার করতে পারি, অনুরূপভাবে **"কাফেলা"**য় নিজেও সফর করে এবং অপরকেও সফর করিয়ে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করাতে আমরা সফলতা লাভ করতে পারি।

**আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রদানকৃত নেকীর দাওয়াতের সদকায় দ্বীনে ইসলামে অটলতা নসীব করুন, নেকীর দাওয়াত প্রসার করাতে আসা কষ্ট, দুঃখ, পরীক্ষাকে সাহস ও ধৈর্য সহকারে সহ্য করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আযান দেয়ার ফযিলত

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আযান দেয়া সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রবন করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবন করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: "সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আযান দাতা ঐ শহীদের মত

যে রক্তে রঞ্জিত আর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে কবরের মধ্যে তার শরীরে পোকা পড়বে না।" (মুজামুল কবীর, ১২/৩২২, হাদীস- ১৩৫৫৪) (২) ইরশাদ হচ্ছে: "আমি জান্নাতে গেলাম। এতে মুক্তার গম্বুজ দেখতে পেলাম আর এর মাটি মেশকের ছিলো। জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এটা কার জন্য? আরয করল: **আপনি** উম্মতের মুয়াজ্জিন ও ইমামদের জন্য।" (জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪১৭৯) ✯ **রাসুলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরে একবার আযান দিয়েছিলেন এবং কালিমায়ে শাহাদাত এভাবে বলেন: اَشْهَدُ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি **আল্লাহ**র রাসুল)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩৭৫) ✯ যে এলাকায় আযান দেয়া হয়, **আল্লাহ পাক** আপন আযাব থেকে ঐ দিন এটিকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।" (মুজামুল কবীর, ১/২৫৭, হাদীস- ৭৪৬) ✯ জুমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যখন মসজিদে সময় মত জামাআতে উলার (প্রথম জামাআত) সাথে আদায় করা হয় তখন এর জন্য আযান দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যার হুকুম ওয়াজিবের মতই। যদি আযান দেয়া না হয় তাহলে ঐ এলাকার সকল মানুষ গুনাহগার হবে। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৪৬৪ পৃষ্ঠা)

## ঘোষণা

আযান দেয়ার অবশিষ্ট ফযিলত তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা শুনতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)**

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)